আই ডি এফ পরিক্রমা

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের একটি ঘরোয়া পত্রিকা

বর্ষ-২৭, ইস্যু-৫৩, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫

সূচিপত্র

১	গভর্নিং বডির সভা	১
২	আইডিএফ-এমআরএ উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান	১-২
৩	খাগড়াছড়ির গুইমারায় অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে আইডিএফ	৩
৪	আইডিএফ ও Upay-UCB এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত	৩
৫	'তারুণ্যের উৎসব-২০২৫' উদযাপন	৩-৫
৬	স্বাস্থ্য কর্মসূচি	৫-৬
৭	হালদা নদী সংরক্ষণ কর্মসূচি	৬-৮
৮	নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প	৮-৯
৯	RAISE প্রকল্প	১০
১০	আরএইচএল প্রকল্প	১০-১৩
১১	সেমিনার	১৩-১৪
১২	পরিদর্শন	১৪-১৬
১৩	প্রশিক্ষণ	১৬-১৭
১৪	সংবাদ	১৭-২৪
১৪.১	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১৭-২০
১৪.২	রাজশাহীতে "সোশ্যাল বিজনেস রিজিওনাল ফোরাম" অনুষ্ঠিত	২০-২১
১৪.৩	চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ-২০২৫" উদযাপন	২১
১৪.৪	জুলাই শহীদ স্মরণে চট্টগ্রামে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি	২১-২২
১৫	কেস স্টাডি	২২-২৩
১৬	এক নজরে আইডিএফ এর কিছু কার্যক্রম	২৪

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা : এ. কে. ফজলুল বারি

সম্পাদক : জহিরুল আলম

সহ-সম্পাদক : মৌসুমী চাকমা

"দুর্গম পাহাড়ী জনপদে ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে আমরা অবিচল"

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

১. গভর্নিং বডির সভা অনুষ্ঠিত

বিগত জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর গর্ভনিং বডির ৩টি সভা (১৫২তম, ১৫৩তম ও ১৫৪তম) অনুষ্ঠিত হয়। ১৫৪তম সভা পর্যটন মোটেল, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বান্দরবানে এবং অপর ২টি সভা ঢাকায় সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সাধারণ পরিষদ ও গভর্নিং বডির সভাপতি জনাব মং থেন হেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংস্থার উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন।

মাননীয় সভাপতির অনুমতিক্রমে নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। এছাড়াও সংস্থার চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনাও তিনি সভায় উপস্থাপন করেন। এসকল সভাসমূহে পর্যবেক্ষক হিসেবে সাধারণ পরিষদ এর কয়েকজন সম্মানিত সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন শেষে বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিভিন্ন আর্থিক পার্টনার সম্পর্কে অবহিতকরণ, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ, পিকেএসএফ হতে ঋণ, অনুদান ও পুনঃভরণ গ্রহণের অনুমোদন, সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২. আইডিএফ-এমআরএ উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

আইডিএফ কর্তৃক আয়োজিত এমআরএ-এমএফআই উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান ২০২৫ খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার রসুলপুরে অবস্থিত আইডিএফ ইনোভেশন হাবের সম্মেলন কক্ষে ২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম।

আমাদের কথা

বাংলাদেশে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নদীভরাট, পাহাড়কাটা, পারিবারিক ও সামাজিক সহিংসতা, নৈতিকতার অবক্ষয়, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি এবং পেশীশক্তি ও অবৈধ অর্থশক্তির আগ্রাসন-এই বহুমাত্রিক সংকটগুলোর পেছনে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ ও তার দুর্বল ব্যবস্থাপনাই অন্যতম প্রধান কারণ। তবে বাস্তবতা যতই কঠিন হোক না কেন, এর মোকাবিলা আমাদেরই করতে হবে। কারণ এই বিপুল জনসংখ্যার প্রতিটি মানুষই এই দেশের নাগরিক; তাদের জীবন ও ভবিষ্যৎ আমরা কোনোভাবেই ভাগ্যনির্ভরতা বা সুযোগসন্ধানী শক্তির হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। বাস্তবতা হলো-অন্ধকারের মধ্যেও সম্ভাবনার আলো বিদ্যমান। প্রয়োজন কেবল সুষ্ঠু ও দূরদর্শী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেই স্বপ্নের অবারিত দিগন্ত উন্মোচন করা।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি তরুণ। শহর ও গ্রাম তারুণ্যের শক্তিতে ভরপুর। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তরুণদের জন্য বিশ্বের দরজা এখন আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও বেশি উন্মুক্ত। শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে এবং বিশ্বনাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলছে। পাশাপাশি আউটসোর্সিং ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের তরুণ-তরুণীরাও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে কৃষি, শিল্প, সেবা ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে তরুণদের অংশগ্রহণ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তরুণদের যথাযথ শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা দিতে পারলে আশা করি তারা একটি ন্যায়ভিত্তিক নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ এর কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

শত বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের তরুণ সমাজ জেগে উঠছে। দিন দিন পরিচ্ছন্ন হচ্ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, এক নব আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হচ্ছে ওরা। যদি এই তরুণদের উপযুক্ত শিক্ষা, কার্যকর দক্ষতা উন্নয়ন, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চা এবং সত্যিকারের প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করা যায়, তবে এই বিশাল তরুণ শক্তিই বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। তাদের হাত ধরেই নির্মিত হতে পারে একটি কাঙ্ক্ষিত, সমৃদ্ধ, ন্যায়ভিত্তিক ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব হোসনে আরা বেগম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ বান্দরবান জোনের জোনাল ম্যানেজার ও আইডিএফ শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচির সদস্য সচিব জনাব মুহাম্মদ শাহ আলম এবং আইডিএফ খাগড়াছড়ি জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব মহসিন মাসুদ। অনুষ্ঠানটিতে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমীন চৌধুরী, আইডিএফ-এর উপ নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, আইডিএফ-এর রাজশাহী জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব বিজন কুমার সরকার এবং চট্টগ্রাম জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ শিক্ষা বৃত্তির গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করে কৃতিত্বের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখার আহ্বান জানান। বৃত্তিপ্রাপ্ত ১৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ আইডিএফ-এর শিক্ষা বৃত্তি ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। আইডিএফ-এর সদস্যদের সন্তানদের মধ্যে যারা মেধাবী ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যয়নরত-তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এমআরএ-এর নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে প্রতিবছর এ উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, NSTU, RSTU এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজসহ দেশের স্বনামধন্য উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত মোট ১৬ জন শিক্ষার্থীকে প্রত্যেকে ৩৬,০০০ টাকা করে মোট ৫,৭৬,০০০ টাকা চেকের মাধ্যমে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও আইডিএফ শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর সম্মানিত সদস্যদের মেধাবী ও গরিব সন্তানদের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণি থেকে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রায় ১২,০০,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

৩. খাগড়াছড়ির গুইমারায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে আইডিএফ

খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা উপজেলা সদরের নিকটে অবস্থিত রামসু বাজার এলাকা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে দুর্বৃত্তদের লাগানো আগুনে মুহূর্তেই ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়। ভয়াবহ এ অগ্নিকান্ড অল্প সময়েই পুরো বাজারজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে প্রায় ৮৫টি দোকান ও বসতবাড়ি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়। জীবিকা হারিয়ে অসংখ্য পরিবার চরম সংকটে পড়ে। একই ঘটনায় আইডিএফ গুইমারা শাখার ২১ জন সদস্যের বিভিন্ন প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসা ও প্রকল্পের মধ্যে ছিল-সেলুন, ঔষধের দোকান, চা ও সবজির ব্যবসা, কাপড় বিক্রি, গরু ক্রয় প্রকল্প, ঘর মেরামত, গাড়ি মেরামত, মাংস ও মাছ ব্যবসা, ওয়াটার ফিল্টার ব্যবসা, মুরগির খামার এবং হলুদের আড়তসহ বিভিন্ন উদ্যোগ। কারো দোকান, কারো বসতবাড়ি, আবার কারো হলুদের আড়ত সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে আইডিএফ মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। গুইমারা শাখার ২১টি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে ৪,০১,৪২৩/- টাকা নগদ আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়, যাতে তারা আবারও জীবন-জীবিকা পুনর্গঠনে প্রাথমিক সহায়তা পায়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আইডিএফ বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, শৈত্যপ্রবাহসহ বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে মানবিক সহায়তা, জরুরি সেবা, পুনর্বাসন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণ মওকুফের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৪. আইডিএফ ও Upay-UCB এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (IDF) এবং UCB ব্যাংকের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, উপায় (Upay) এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি বিগত ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে আইডিএফ-এর প্রধান কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং স্বচ্ছ আর্থিক সেবায় একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। অংশীদারিত্বের ফলে আইডিএফ-এর মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রম আরও দক্ষ হবে এবং দ্রুত, সহজ ও নিরাপদ ই-মানি লেনদেন পরিচালনা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের কর্মীরা নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি কমিয়ে অধিক নিরাপত্তার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন, যা গ্রাহক সেবার সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে। ডিজিটাল উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে এই সহযোগিতা গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মানুষ, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সেবায় দ্রুত ও সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। নির্ভরযোগ্য মোবাইল লেনদেনের সুবিধার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলো উন্নত অর্থনৈতিক সুযোগের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমে প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান অন্তর্ভুক্ত করে আইডিএফ তার দীর্ঘদিনের লক্ষ্য-অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে উন্নত অর্থনৈতিক সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করা এবং কমিউনিটির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি-আরও এক ধাপ এগিয়ে নিল। সার্বিকভাবে, Upay-এর সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব একটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষ ও আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত ভবিষ্যৎ গঠনের পথে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রযাত্রা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

৫. 'তারুণ্যের উৎসব-২০২৫' উদযাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ঘোষিত "তারুণ্যের উৎসব-২০২৫"এর প্রতিপাদ্য "এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই" তরুণ সমাজের শক্তি, আবেগ, সৃজনশীলতা ও উদ্যোগী চেতনাকে জাতীয় উন্নয়নের মূল প্রেরণা হিসেবে তুলে ধরেছে। নতুন বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত ও ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইডিএফ "গ্রাহক সেবা পক্ষ" উদযাপনের মাধ্যমে তরুণ, গ্রাহক, উদ্যোক্তা ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর সেবায় বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর নির্দেশনায় ১৬ অক্টোবর থেকে ০২ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত আইডিএফ ঋণ, স্বাস্থ্য, RAISE প্রকল্প ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দেশজুড়ে কর্মশালা, ক্যাম্প, কাউন্সেলিং সেশন, প্রশিক্ষণ, আউটরিচ প্রোগ্রাম ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা গঠন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তরুণদের স্বনির্ভরতা অর্জনের সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়, যা সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নগামী নতুন বাংলাদেশ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর নির্দেশনা মোতাবেক বিগত ১৬ অক্টোবর থেকে ০২ নভেম্বর ২০২৫ 'তারুণ্যের উৎসব-২০২৫' উদযাপনের অংশ হিসেবে 'গ্রাহক সেবা পক্ষ' সংস্থা কর্তৃক নিম্নোক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৫.১ ঋণ কর্মসূচি

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষ্যে "গ্রাহক সেবা পক্ষ" উদযাপনের অংশ হিসেবে আইডিএফ ঋণ কর্মসূচি ৬টি জোনের ১৮টি এরিয়ার ২৫টি শাখায় মোট ৬২৫ জন কেন্দ্র প্রধানকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ঋণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যবসার আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ও বিপণনসহ বিভিন্ন আর্থিক ও উন্নয়নমূলক সুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং গ্রুপ ওয়ার্ক ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, যৌতুক, মাদক প্রতিরোধ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সদস্যদের সন্তান/তরুণ-তরুণীদের এসব ইতিবাচক সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কর্মশালায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫.২ স্বাস্থ্য কর্মসূচি

স্বাস্থ্য কর্মসূচির পক্ষ থেকে তরুণ তরুণী ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে মাসব্যাপি ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের সংস্থার বিদ্যমান সেবা সম্পর্কে অবহিত করা, উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করতে বিশেষ কাউন্সেলিং সেশন পরিচালিত হয়। সাধারণ চিকিৎসা সেবা, ব্লাড গ্রুপিং, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, সমসাময়িক রোগ (ডেঙ্গু, টাইফয়েড, চিকনগুনিয়া) ও অসংক্রামক রোগ (উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ব্রেস্ট ক্যান্সার) বিষয়ে সচেতনতা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি কিশোরীদের মাসিককালীন পরিচ্ছন্নতা, গর্ভবতী ও প্রসবোত্তর মায়েদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশুর যত্ন ও টিকাদান বিষয়ে কাউন্সেলিং পরিচালিত হয় এবং অভিজ্ঞ এমবিবিএস চিকিৎসকের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা দেওয়া হয়। মোট ৩০টি ক্যাম্পে ১,৩৬৫ জন অংশগ্রহণ করেন, যেখানে ৫৮৬ জন ফ্রি চিকিৎসা, ২০০ জন ব্লাড গ্রুপিং, ৩৫০ জন সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ১৭৫ জন ডায়াবেটিস পরীক্ষা এবং ৪৫ জন টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণ করেন।

৫.৩ সমৃদ্ধি কর্মসূচি

আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সাতকানিয়া, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে ২৮ জন প্রবীণ ও যুবকদের উপস্থিতিতে বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা ও নারী/শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও সাতকানিয়া উপজেলায় সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত কর্ম এলাকায় ২২৯ জন সদস্যকে নিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম এবং ২৬৬ জন সদস্যকে নিয়ে অসংক্রামক ব্যাধি (ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি রোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি) প্রতিরোধমূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। কর্ম এলাকায় যুব-কিশোরদের স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আয়োজন করা হয়, যেখানে মোট ১৭৯ জন যুব ও কিশোর/কিশোরী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বেকার যুব ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য যুব প্রশিক্ষণ, ডায়াবেটিস নির্ণয় এবং নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। কর্ম এলাকায় শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও নৃত্য প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়, যা তাদের সৃজনশীল বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও সাতকানিয়া উপজেলায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। র‍্যালি, আলোচনা ও সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ভবিষ্যৎ গঠনে সম্পৃক্ত করা হয়। কর্মসূচি শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে মোট ১৯০টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি চারা বিতরণ করা হয়, যাতে তারা নিজ নিজ বসতবাড়ি ও এলাকায় গাছ লাগিয়ে সবুজ বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখতে পারেন।

৫.৪ RAISE প্রকল্প

Recovery and Advancement Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী এরিয়ার নওহাটা শাখায় ১৯৩ জন তরুণ উদ্যোক্তাকে নিয়ে একটি কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। "তারুণ্যের উৎসব-২০২৫" এবং "গ্রাহক সেবা পক্ষ" উদযাপনের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল স্থানীয় তরুণ-তরুণী, বেকার ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং RAISE প্রকল্পের সুবিধা ও উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করা। প্রকল্পের আওতায় গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে ছয় মাসের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণদের দক্ষ করে তোলা হয়, যাতে তারা উদ্যোক্তা হয়ে আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে বা যেকোনো কর্মসংস্থানের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। তরুণ সমাজকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা গঠন ও আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিতে রেইজ প্রকল্প সম্পর্কে উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে পারে এবং জাতীয় উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করে।

৬. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

৬.১ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫ সময়ে স্বাস্থ্য কার্যক্রমের বিবরণ

আইডিএফ ১৯৯৫ সালে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ পানি প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য কর্মসূচির যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এই কর্মসূচির আওতায় সংস্থা সকল সদস্য ও তাদের পরিবারসহ কমিউনিটি পর্যায়ে সকলের জন্য হেলথ এজেন্ট ও শাখা পর্যায়ে মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট এবং টেলিহেলথের মাধ্যমে এমবিবিএস ডাক্তারদের দ্বারা নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। হিমোফিলিয়া রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য চট্টগ্রামে একটি ফিজিওথেরাপী সেন্টার পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও কর্ম এলাকায় সংস্থার শাখা অফিসসমূহের সহায়তায় স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। বিগত জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫ সময়ে আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ১,২৭,৬৬১ জনকে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, ১১,৫০১ জনকে ৬,২৪,২২৭ টাকার বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং ৩০ জন রোগীকে ৯৮৭টি সেশনের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপী সেবা (হিমোফিলিয়া) প্রদান করা হয়। এ সমস্ত সেবাসমূহের বিস্তারিত তথ্য পরিক্রমার শেষ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

৬.২ আইডিএফ স্বাস্থ্য বুলেটিন

আইডিএফ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের জন্যও সমভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষুদ্রপুঁজি সরবরাহের পাশাপাশি ১৯৯৪-৯৫ সালে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। স্বাস্থ্য কর্মসূচির কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় আইডিএফ মার্চ ২০২৩ থেকে পৃথকভাবে একটি ত্রৈমাসিক স্বাস্থ্য বুলেটিন প্রকাশ করা শুরু করে। শুরু করার পর থেকে এটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ সংখ্যায় জুলাই থেকে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা আছে। বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক লেখার পাশাপাশি রিপোর্টকালীন সময়ে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচি কর্তৃক কমিউনিটি পর্যায়ে পরিচালিত নানা ধরনের ক্যাম্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা যেমন টেলি হেলথ ক্যাম্প, স্বাস্থ্যসেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প, মিনি হেলথ ক্যাম্প, ডেঙ্গু, ব্রেস্ট ক্যান্সার সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ক্যাম্প, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পের সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক উঠান বৈঠক আয়োজন, সমৃদ্ধি উন্নয়ন মেলায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সংবাদও উপস্থাপিত হয়েছে বুলেটিনে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংবাদসমূহের মধ্যে রয়েছে আইডিএফ এর গ্রামীণ সুখীর সাথে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা চুক্তি স্বাক্ষর, আইডিএফ এর হেলথ এজেন্টদের সুখী অ্যাপস বিষয়ক হেলথ এজেন্ট প্রশিক্ষণ, আইডিএফ ও হিমোফিলিয়া সোসাইটির সমন্বয় সভা, সিটি কর্পোরেশনের TCV (Typhoid Conjugate Vaccine) টিকাদান কর্মসূচিতে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির অংশগ্রহণ, সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের কৃমির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম।

রিপোর্টিং সময়ে ৪,২৩৪ জন সদস্যকে টেলিহেলথ সেবা প্রদান করা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু রোগীর কেস স্টাডি এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত পুরুষ, মহিলা ও শিশু রোগীর চিকিৎসা ও পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে উঠার ছবিসহ খবর তুলে ধরা হয়েছে। আইডিএফ তার স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় ২০১৯ সালে টেলিহেলথ সেবা চালু করে, যার মাধ্যমে আইডিএফের কর্ম এলাকার, এমন কি দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকার সকল রোগীও বাড়ির কাছাকাছি আইডিএফ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হতে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে অতি দ্রুত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে আসছে।

৭. হালদা নদী সংরক্ষণ কর্মসূচি

হালদা নদী উপমহাদেশের একমাত্র স্বাদুপানির কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। তবে পরিবেশ দূষণ, নৌযান চলাচল ও অবৈধ মাছ শিকারের কারণে এ নদীর মা মাছ ও পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৬ সাল থেকে আইডিএফ, পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় "হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ, প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, সাংবাদিক, মৎস্যজীবী, কৃষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে মা মাছ রক্ষা ও নদীকে দূষণমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। হালদা নদীর উপর গবেষণার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার পশ্চিম বিনাজুরিতে ২০২১ সালে "আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য হলো হালদা নদীর কার্পজাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তিতে ডিম সংগ্রহ ও মাছ উৎপাদনে সেবা প্রদান, গবেষণা জোরদার করা এবং দেশব্যাপী হালদার পোনা ও মাছের ব্র্যান্ডিং নিশ্চিত করা। কেন্দ্রটি গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা কার্যক্রম ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। হালদা নদীর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি এটি প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

৭.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এর হালদা নদী পরিদর্শন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে হালদা নদী পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে হাটহাজারী উপজেলার সম্মানিত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে সচিব মহোদয় হালদা নদীর প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, ডলফিন ও মাছের প্রজননক্ষেত্র রক্ষা এবং নদী-সংলগ্ন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। হালদা নদীকে কেন্দ্র করে আইডিএফ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তাঁর নিকট উপস্থাপন করেন আইডিএফ-এর হ্যাচারি ব্যবস্থাপক জনাব নুরুল হাকিম। আইডিএফ দীর্ঘদিন ধরে হালদা নদী সংরক্ষণ, ডিম সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ, নদী-সংলগ্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পরিদর্শন শেষে সচিব মহোদয় আইডিএফ-এর এসব উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

৭.২ কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীদের হালদা হ্যাচারি পরিদর্শন

গত ২৭শে জুলাই, ২০২৫ইং তারিখে কবি নজরুল কলেজের একটি টিম ফিল্ড ভিজিটের অংশ হিসেবে আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শনে আসে। এসময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে হালদা নদী ও আইডিএফ-এর সমন্বিত কার্যক্রম উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও হালদা গবেষক প্রফেসর ড. মনজুরুল কিবরিয়া। তিনি হালদা নদীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, জীববৈচিত্র্য এবং কার্পজাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হিসেবে এর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি আইডিএফ-এর হালদা নদী কেন্দ্রিক গবেষণা, মা মাছ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক ডিম সংগ্রহ, পোনা উৎপাদন, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমকে হালদা সংরক্ষণে একটি কার্যকর ও টেকসই মডেল হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, গবেষণা ও মাঠপর্যায়ের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে হালদার প্রাকৃতিক প্রজনন ব্যবস্থাপনা আরও সুসংহত হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় জনগণ, জেলে সমাজ ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে হালদা নদী আজ গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের একটি জীবন্ত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে নদী সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে অনুপ্রাণিত করে।

৭.৩ হালদা নদীর নির্ভেজাল পোনার নিশ্চয়তায় যুগান্তকারী উদ্যোগ-ডিএনএ টেস্ট কিট

হালদা নদীর শতভাগ নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে মৎস্য চাষিদের জন্য একটি যুগান্তকারী সেবা চালু করা হয়েছে। আধুনিক হালদা কার্প ডিএনএ টেস্ট কিট ব্যবহার করে এখন খুব সহজেই হালদা নদীর প্রকৃত উৎসের পোনা যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে, যা দেশের মৎস্য খাতে স্বচ্ছতা ও আস্থার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই ডিএনএ টেস্ট কিটে ব্যবহৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক LAMP প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে মাছের ডিএনএ পরীক্ষা করে ফলাফল প্রদান করা হয়। এর ফলে হালদা নদীর রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউসের পোনা শতভাগ ভেজালমুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এই উদ্যোগ মৎস্য চাষিদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি অসাধু ব্যবসায়ীদের

কাছ থেকে কৃত্রিম ও নিম্নমানের পোনা কিনে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি, প্রকৃত হালদা ডিমসংগ্রহকারীরা তাঁদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে পারছেন এবং ক্রেতাদের নিকট হালদা পোনার একটি বিশ্বাসযোগ্য ব্র্যান্ডিং গড়ে উঠছে। উল্লেখ্য, ডিএনএ টেস্ট কিটটি উদ্ভাবন করেছে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় এবং হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি। এই প্রযুক্তিনির্ভর সেবার মাধ্যমে দেশের মৎস্য খাতে মান নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রামের রাউজানে আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আগ্রহীদের এই সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৭.৪ মৎস্য চাষ সম্প্রসারণে নতুন পুকুর খনন

মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ এবং গবেষণা কার্যক্রমকে আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি নতুন পুকুর খনন সম্পন্ন করা হয়েছে। পুকুরটি বিশেষভাবে হালদা নদীর প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাপ্ত রেণু চাষের উপযোগী করে পরিকল্পনা ও নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে রেণু প্রজাতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজতর হয়। নতুন পুকুরটির মাধ্যমে রেণুর জন্য উপযুক্ত ও নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা হয়েছে, যা কেন্দ্রের গবেষক এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্যচাষীদের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা ও বাস্তবভিত্তিক চাষ অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। পুকুরটির দৈর্ঘ্য ৫৭ ফুট, প্রস্থ ৪৫ ফুট এবং গভীরতা ৪.৫ ফুট–যা রেণু চাষের জন্য একটি আদর্শ কাঠামো হিসেবে বিবেচিত। পুকুর খননের সময় পানি সংরক্ষণ, পুষ্টি ব্যবস্থাপনা এবং রেণুর স্বাভাবিক জীবনচক্র বজায় রাখার বিষয়গুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ উদ্যোগকে আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা ও টেকসই মৎস্যচাষ কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

৭.৫ আরসিসি গরু পালন

দেশের ঐতিহ্যবাহী গরুর জাত চট্টগামের রেড চিটাগাং ক্যাটেল বা আরসিসি। প্রতিকূল পরিবেশে সহজে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা এবং সাধারণ ব্যবস্থাপনায়ও সন্তোষজনক উৎপাদন দেওয়ার বৈশিষ্ট্য এ জাতের গরুকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। উচ্চমাত্রার সংকরায়নের কারণে এ জাতটি বর্তমানে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, আরসিসি গরুর গর্ভধারণের হার ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, দুধে চর্বির পরিমাণ উচ্চ এবং প্রান্তিক পর্যায়ে খামার লাভজনক। সাধারণত এ জাতের দুধ উৎপাদন ২.২-২.৮ কেজি। এ জাতের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬টি আরসিসি গরু পালন শুরু করা হয় এবং ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে আরও ৪টি ষাঁড় যুক্ত করা হয়। বর্তমানে মোট ১০টি গরু (১টি গাভি, ৫টি ষাঁড়, ৩টি বকনা ও ১টি বাছুর) পালন করা হচ্ছে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১টি গাভি থেকে মোট ১০৮ কেজি দুধ সংগ্রহ করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৮,৬৪০ টাকা। পাশাপাশি গাভি শেডের পাশে স্থাপিত চারটি হাউজে প্রতিচক্রে প্রায় ১৫০ কেজি ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করা হচ্ছে।

৭.৬ বাউ হাঁস পালন

আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় প্রজাতি বাউ হাঁস সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাংস ও ডিম উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রজাতির টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রটি একটি সমন্বিত প্রজনন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণভিত্তিক মডেল বাস্তবায়ন করছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে বাউ হাঁসের প্রজনন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, স্থানীয় হাঁসপালন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য মডেল খামার প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার্থী ও চাষিদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পরিকল্পিত প্রজনন ব্যবস্থাপনা, ঘরোয়া ও খোলা খামারের সমন্বিত পালন পদ্ধতি, নিয়মিত খাদ্য ও পানির তদারকি এবং রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কার্যক্রমের অংশ। গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় হাঁসের বৃদ্ধি, খাদ্যাভ্যাস, ডিম উৎপাদন ও প্রজনন দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং স্থানীয় অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কর্মশালা, মডেল খামার প্রদর্শন এবং উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কৌশল বিনিময়ের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের ফলে উচ্চ উৎপাদনশীল বাউ হাঁস প্রজনন সম্ভব হচ্ছে, স্থানীয় চাষিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীরা বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন।

৭.৭ আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মৎস্য চাষ কার্যক্রম

আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর থেকে মৎস্য চাষ কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যা পরিবেশ সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে পরিচালিত হচ্ছে। চাষ পদ্ধতিতে উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা, পোনার মান, খাদ্য ও পানির গুণগত মান, মাছ আহরণ এবং আহরণোত্তর পরিচর্যা, পাশাপাশি পরিবহন ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে দুইটি পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে সাতটি পুকুরে এটি বিস্তৃত হয়েছে, যার মধ্যে দুইটিতে গবেষণামূলক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। চাষপ্রধান প্রজাতির মধ্যে রয়েছে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, গ্রাসকার্প, মনোসেক্স তেলাপিয়া, সরপুঁটি, মলা, চিংড়ি এবং হালদা উৎসের রেণু। পুকুরভিত্তিক এই মাছ চাষ কেন্দ্রটি স্থানীয় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং টেকসই মৎস্য চাষের উদ্ভাবনী পদ্ধতি প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৭.৮ অ্যানিম্যাল হেলথ সেন্টার

হালদার উজানে, খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার গোরখানা গ্রামে তামাকচাষের বিকল্প জীবিকায়নের প্রচারণা এবং স্থানীয়ভাবে প্রাণিসেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইডিএফ অ্যানিম্যাল হেলথ সেন্টার কার্যক্রম শুরু করে। সেন্টারটি গত ২৮ আগস্ট থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এপর্যন্ত, শুধুমাত্র চিকিৎসাপত্রের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেছেন ১২১ জন খামারি এবং ১৭৩০টি প্রাণি; যার মধ্যে রয়েছে গরু ১১৬টি, ছাগল ১৬৩টি, চিকেন ১১৬৫টি এবং হাঁস ২৮৬টি। হেলথ সেন্টারের আওতায় টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে গরুকে ক্ষুরারোগের টিকা এবং ছাগলকে পিপিআর টিকা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, এই কেন্দ্র এবং এর কার্যক্রম উক্ত এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে আরও ১৫ জন খামারিকে নতুনভাবে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। আইডিএফ-এর কৃষিকর্মী জনাব দর্পন চাকমা, নিয়মিতভাবে হেলথ সার্ভিস কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

৮. নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প

বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে শীর্ষ অবস্থানে থাকলেও নিরাপদ ও ভ্যালু-অ্যাডেড মৎস্যপণ্য উৎপাদনে এখনো পিছিয়ে। রোগাক্রান্ত পোনা, দূষিত পানি, নিষিদ্ধ রাসায়নিক, নিম্নমানের খাদ্য ও পরিবেশগত সমস্যার কারণে উৎপাদিত মাছ নিরাপদ নয়। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় উত্তম চাষপদ্ধতি, আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনা, ট্রেসিবিলিটি, স্বাস্থ্যবিধি ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন অপরিহার্য। এই লক্ষ্য পূরণে পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে RMTP প্রকল্পের আওতায়, ইফাদ ও ড্যানিডার সহযোগিতায় আইডিএফ ২০২৩ সালে "নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" উপ-প্রকল্প গ্রহণ করে। উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাটহাজারী, রাউজান, বোয়ালখালী ও ফটিকছড়ি উপজেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্য চাষী পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উক্ত উপ-প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি থেকে জুন ২০২৫ সময়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

৮.১ হাটহাজারী উপজেলা প্রশাসনের সাথে উদ্যোক্তাদের সমন্বয় সভা

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রক্রিয়াজাত মৎস্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর এবং মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাটহাজারী উপজেলা অডিটোরিয়ামে "নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় ৫০ জন মৎস্য উদ্যোক্তার অংশগ্রহণে সভাটি আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং আইডিএফ-এর সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজার, ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রকল্পের ভিসিএফ মাহমুদুল হাসানের সঞ্চালনায় আয়োজিত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ-এর হালদা কর্মসূচির ব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল্লাহ আন নুর, শাখা ব্যবস্থাপক রেজাউল করিম, এভিসিএফ ফয়েজ রাব্বানীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং রেনেটা কোম্পানির প্রতিনিধি মোঃ আবু তালেব। আলোচনায় বক্তারা বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ পুরস্কারপ্রাপ্ত ও অগ্রগামী মৎস্য উদ্যোক্তাদের উৎসাহ বাড়াবে, নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনে আগ্রহ বৃদ্ধি করবে এবং প্রযুক্তিনির্ভর সার্বক্ষণিক সেবার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন ও গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে।

৮.২ ভ্যালু চেইন সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা

চট্টগ্রাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে গত ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রকল্পের ভ্যালু চেইনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সালমা বেগম, সহকারী পরিচালক নাসিম আল মাহমুদ, মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানসহ আইডিএফ ও বেসরকারি খাতের কর্মকর্তা এবং মোট ৩০ জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় উত্তম পরিচর্যায় মাছ চাষ পদ্ধতি, আহরণ ও আহরণোত্তর মৎস্য ব্যবস্থাপনা, ট্রেসিবিলিটি, হ্যাসাপ (HACCP) অনুশীলন, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি, পাশাপাশি মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সকল স্টেকহোল্ডারের সমন্বিত অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৮.৩ GAP, BAP ও HACCP প্রোটোকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনে সম্পৃক্ত ২৫ জন উদ্যোক্তার অংশগ্রহণে এক দিনব্যাপী GAP (Good Aquaculture Practices), BAP (Best Aquaculture Practices) ও HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে পোনা থেকে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য নিশ্চিত করতে সমন্বিত খাদ্য শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এতে উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন, আহরণ ও আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনা, ট্রেসিবিলিটি, HACCP অনুশীলন, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি এবং মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণে ফটিকছড়ি উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ আজিজুল ইসলাম, ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাহমুদুল হাসানসহ আইডিএফ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে RMTP প্রকল্পের আওতায় আইডিএফ আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্য প্রক্রিয়াজতকরণের জন্য HACCP Protocol, GMP এবং মৎস্য চাষে BAP ও Global GAP বিষয়ে উপস্থাপনা, গ্রুপ ওয়ার্ক ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়।

৮.৪ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫-এ ফটিকছড়ি উপজেলায় আইডিএফকে সম্মাননা প্রদান

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষ্যে ফটিকছড়ি উপজেলায় মৎস্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে আইডিএফকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। আইডিএফ ২০২৩ সাল থেকে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় RMTP-এর "নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় ফটিকছড়ি উপজেলায় নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে Good Aquaculture Practices (GAP) অনুসরণ করে খামার ব্যবস্থাপনা, মানসম্পন্ন পোনা ব্যবহার, খাদ্য ও পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা, পরিবহন ব্যবস্থাপনা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে মৎস্য চাষিদের সচেতন ও দক্ষ করে তোলা হচ্ছে। খামার নিবন্ধন, ট্রেসেবিলিটি, HACCP ও GHP অনুশীলন, আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্য চাষি পরিবার ও উদ্যোক্তাদের আইডিএফ ধারাবাহিকভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে। এছাড়া ২০১৬ সাল থেকে আইডিএফ বিশ্বের অন্যতম কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর প্রজনন পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। হালদা অববাহিকায় অবস্থিত বিভিন্ন উপজেলার স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর, গবেষক, সাংবাদিক, ডিম সংগ্রহকারী, মৎস্যজীবী এবং কৃষকদের সম্পৃক্ত করে আইডিএফ হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

"অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি" প্রতিপাদ্য নিয়ে এবছর ১৮ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ উদযাপিত হয়। সপ্তাহজুড়ে দেশের মৎস্য সম্পদের সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং টেকসই ব্যবহারে জনসচেতনতা বাড়াতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মাইকিং, ব্যানার-ফেস্টুন প্রচারণা, বর্ণাঢ্য র‍্যালি, পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্যচাষি ও জেলেদের সাথে মতবিনিময় সভা, সম্মাননা প্রদানসহ নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মৎস্যসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সবার কাছে তুলে ধরা হয়। প্রতিবছরের মতো এবছরও আইডিএফ চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে।

৯. RAISE প্রকল্প

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইনফরমাল সেক্টর ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে; দেশের প্রায় ৮৯ শতাংশ শ্রমশক্তি এই খাতে নিয়োজিত। তবে কোভিড-১৯ মহামারির ফলে এই সেক্টরটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় অর্থনৈতিক ধারায় বড় ধরনের ব্যাহত হয়। এই প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় এবং আইডিএফ এর বাস্তবায়নে ২০২২-২০২৬ মেয়াদে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো শহর ও শহরতলির অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ যুবকদের দক্ষ জনশক্তি ও উদ্যোক্তায় রূপান্তর করা এবং টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম হিসেবে ছয় মাস মেয়াদি অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যেখানে শিক্ষানবিশরা বিভিন্ন পেশায় মাস্টার ক্রাফট পারসনদের কাছ থেকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা বা দক্ষ কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে। নিম্নে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংবাদ উপস্থাপন করা হলো।

৯.১ প্রকল্পের গুরু-শিষ্য কার্যক্রমে মাস্টার ক্রাফট পার্সনদের ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৫ ও ০৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে RAISE প্রকল্পের গুরু-শিষ্য কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পটিয়া শাখায় মাস্টার ক্রাফট পার্সনদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী একটি ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব প্রফেসর মোঃ শহীদুল আমিন চৌধুরী। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে মোট ১৪ জন মাস্টার ক্রাফট পার্সন অংশগ্রহণ করেন। সভায় আইডিএফ-এর বিভিন্ন চলমান কার্যক্রম, কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন অগ্রসর বিভাগের সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর জনাবা রাহেনা বেগম। RAISE প্রকল্পের লক্ষ্য, উপকারভোগী উন্নয়নের অগ্রগতি এবং গুরু-শিষ্য মডেলের গুরুত্ব নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকরাম হোসেন। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় ও উদ্বুদ্ধকরণমূলক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন জনাব প্রফেসর মোঃ শহীদুল আমিন চৌধুরী। তিনি দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসই জীবিকার জন্য মাস্টার ক্রাফট পার্সনদের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সভা সফলভাবে পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন লাইফ স্কিল অফিসার (RAISE), সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজার ও শাখা ব্যবস্থাপক। এছাড়াও শাখার অন্যান্য সহকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

৯.২ RAISE প্রকল্পের শিক্ষানবিশ ও তরুণ উদ্যোক্তা নির্বাচন বিষয়ে কমিউনিটি আউটরিচ সভা অনুষ্ঠিত

গত ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে RAISE প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি অঞ্চলে শিক্ষানবিশ ও সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্যোক্তা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে দুই দিনব্যাপী কমিউনিটি আউটরিচ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্থানীয় যুবসমাজ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ অগ্রসর ইউনিটের প্রধান জনাব রাহেনা বেগম, খাগড়াছড়ি জোনাল ম্যানেজার জনাব মোঃ মহসিন মাসুদ, এরিয়া ম্যানেজার জনাব সফিউল বশর, সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক এবং অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ। সভায় রেইজ প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে গুরু-শিষ্য পদ্ধতির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ, এবং বেকার তরুণ-তরুণীদের জীবন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারীদের কাছে আইডিএফ এবং পিকেএসএফ-এর ভূমিকা ও সহযোগিতার বিভিন্ন দিকও উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানটি ফ্যাসিলিটেট করেন আইডিএফ-RAISE এর লাইফস্কিল অফিসার দেবব্রত ঘোষ, যিনি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

১০. আরএইচএল প্রকল্প

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবন ও সম্পদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় এবং Green Climate Fund (GCF) এর অর্থায়নে "Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)" প্রকল্পটি ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি, জলবায়ু-সহনশীল আবাসন নির্মাণে সহায়তা এবং টেকসই ও স্থিতিশীল জীবিকা নিশ্চিত করা। কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু-সহনশীল আবাসন সহায়তা, জীবিকা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, ফলজ ও

ঔষধি গাছের চারা বিতরণ, বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ এবং কাঁকড়া চাষ, গবাদিপশু পালনসহ জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এছাড়া জলবায়ু-সহিষ্ণু ছাগল ও ভেড়ার মাচা/ঘর নির্মাণেও সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। পিকেএসএফের দীর্ঘদিনের দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে RHL প্রকল্পটি প্রান্তিক ও জলবায়ু-ঝুঁকিতে থাকা পরিবারগুলোর জীবিকা বৈচিত্র্যকরণ, আয় বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সামগ্রিকভাবে, RHL প্রকল্প উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জোরদার করে একটি টেকসই ও স্বনির্ভর ভবিষ্যৎ নির্মাণে কার্যকর অবদান রাখছে। নিম্নে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংবাদ উপস্থাপন করা হলো।

১০.১ দুর্যোগ-সহনশীল বাড়ি কার্যক্রম

RHL প্রকল্পের আওতায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য দুর্যোগ-সহনশীল বাড়ি নির্মাণ কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাব থেকে পরিবারগুলোর জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা। RHL প্রকল্প ও IDF-এর সমন্বয়ে পরিচালিত এই উদ্যোগ স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে টেকসই ও স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করছে। বিতরণকৃত এই বাড়ি উপকারভোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও বৃদ্ধি করছে। পাশাপাশি, বাড়ি নির্মাণের স্থাপত্য ও প্রযুক্তি শেখার মাধ্যমে পরিবারগুলো দীর্ঘমেয়াদে দুর্যোগ-সহনশীল জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এই কার্যক্রমের লক্ষ্য মোট ৭০ জন উপকারভোগী। এ পর্যন্ত ৪৭ জনের অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ৪৫টি বাড়ির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

১০.২ কাঁকড়া চাষ কার্যক্রম (Crab Fattening)

RHL প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ কার্যক্রম উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য একটি দ্রুত ও কার্যকর আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। মাত্র ২০-৩০ দিনের মধ্যেই কাঁকড়া বাজারজাতের উপযোগী হওয়ায় এ কার্যক্রম পরিবারগুলোর আয় বৃদ্ধি এবং জীবিকা স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আইডিএফ উপকারভোগীদের আধুনিক কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নিয়মিত মাঠপর্যায়ের ফলোআপ প্রদান করছে। এর ফলে এলাকায় কাঁকড়া চাষে ইতিবাচক সাড়া ও আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। কাঁকড়া চাষ লাভজনক হওয়ার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বল্প সময়ে উৎপাদন, দেশি ও বিদেশি বাজারে উচ্চ চাহিদা, লবণাক্ত পরিবেশে সহজ চাষ, কম জায়গায় কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধা এবং নারীদের সক্রিয় ও সহজে অংশগ্রহণের সুযোগ। এসব দিক বিবেচনায় রেখে কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো টেকসই জীবিকা সৃষ্টি, বিকল্প আয় বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় এলাকায় আধুনিক কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে চাষীদের কাঁকড়া উৎপাদন টেকসইভাবে বৃদ্ধি, আয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টি এবং জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। স্থানীয় চাষীরা এই উদ্যোগকে কাঁকড়া চাষের উন্নয়ন ও তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। উপকূলীয় অঞ্চলে বিকল্প জীবিকা সৃষ্টির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোকে আরও সক্ষম ও স্বনির্ভর করে তুলতে RHL প্রকল্প নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১০.৩ কাঁকড়া চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

RHL প্রকল্পের আওতায় আয়বর্ধক ও জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে উপকারভোগীদের জন্য কাঁকড়া চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের আধুনিক ও কার্যকর কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রযুক্তি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা হয়, যাতে তারা স্বল্প সময়ে লাভজনক উৎপাদনে সক্ষম হতে পারেন। প্রশিক্ষণে কাঁকড়া চাষের সম্ভাবনা ও দেশি-বিদেশি বাজার চাহিদা, পুকুর ও খাঁচা প্রস্তুতির পদ্ধতি, কাঁকড়া বাছাই (হার্ড শেল ও সফট শেল), উপযুক্ত খাবার ব্যবস্থাপনা, পানি নিয়ন্ত্রণ কৌশল, রোগ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা, খাঁচা তৈরি ও নেট বাঁধা, দৈনিক মনিটরিং পদ্ধতি, পাশাপাশি কাঁকড়া সংগ্রহ ও বিপণন কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে হাতে-কলমে

প্র্যাকটিক্যাল সেশন ও মাঠ ভিজিটের আয়োজন করা হয়, যার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান। এই প্রশিক্ষণের ফলে উপকারভোগীরা কাঁকড়া চাষে দক্ষতা অর্জন করেন এবং স্বল্প সময়ে অধিক আয় সৃষ্টি ও টেকসই জীবিকা গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

১০.৪ কাঁকড়া চাষীদের সহায়তায় উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

RHL প্রকল্পের আওতায় ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে চকরিয়া উপজেলায় কাঁকড়া চাষীদের মাঝে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, বান্দরবান জোনের

জোনাল ম্যানেজার জনাব শাহ আলম, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের সদস্যগণ। এসময় ১৩ জন উপকারভোগীকে কাঁকড়া চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে প্রকল্পটির মোট লক্ষ্যমাত্রা ১০০ জন উপকারভোগী নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে এ পর্যন্ত ৯৪ জনের অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে। উপকারভোগী নির্বাচন করা হয় উপকূলীয় বা জোয়ার-ভাটাপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী, ন্যূনতম জায়গাসম্পন্ন, আগ্রহী ও দায়িত্বশীল পরিবার থেকে; পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। চাষ কার্যক্রম শুরুর জন্য উপকারভোগীদের বাঁশের বানা/দাইজ্জা, নেট, খুঁটি, দড়ি, বাঁশ, আলকাতরা, রেজিস্টার খাতা ও সাইনবোর্ডসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয়। এ উদ্যোগের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় কাঁকড়া চাষ সম্প্রসারণ ও টেকসই জীবিকা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন।

১০.৫ সবজি বীজ বিতরণ কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার উপকারভোগীদের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল ও মানসম্মত সবজি বীজ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো উপকারভোগীদের আঙিনা ও স্বল্প জমিতে সহজে সবজি উৎপাদনে উৎসাহিত করা, যাতে তারা স্বল্প খরচে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত সবজি বিক্রির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন। বীজ বিতরণের পাশাপাশি প্রকল্পের পক্ষ থেকে নিয়মিত পরামর্শ ও মাঠপর্যায়ে তদারকি করা হচ্ছে। এর ফলে উপকারভোগীরা সঠিকভাবে বীজ ব্যবহার, পরিচর্যা ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় সক্ষম হচ্ছেন এবং টেকসই সবজি উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারছেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকূলীয় ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের টেকসই জীবিকা উন্নয়ন, পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদার এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে উপকারভোগীদের আধুনিক সবজি চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে স্বল্প খরচে ঘরের পাশে বা আঙিনায় সবজি উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে উপকূলীয় ও জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে আগ্রহী ও দায়িত্বশীল পরিবারগুলোর মধ্য থেকে, যাদের ন্যূনতম জমি বা আঙিনা রয়েছে। পূর্বে সবজি চাষের সামান্য অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এ কার্যক্রমের আওতায় মোট ২৫০ জন উপকারভোগী নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে এ পর্যন্ত ১৬০ জনের অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে এবং এপর্যন্ত ৭০ জন উপকারভোগীর মাঝে সবজি বীজ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

১০.৬ লবণাক্ততা সহনশীল সবজি চাষে কৃষক প্রশিক্ষণ

RHL প্রকল্পের আওতায় আইডিএফ কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় উপকূলীয় কৃষকদের টেকসই জীবিকা গড়ে তোলার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকল্পের অংশ হিসেবে ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কইয়্যার বিল ইউনিয়নের খিলছাদক প্রাইমারি উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে মোট ২৭ জন উপকারভোগী অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের হাতে-কলমে লবণাক্ততা সহনশীল সবজি চাষ, বেড পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন ও বস্তায় আদা চাষের কৌশল শেখানো হয়। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল উপকূলীয় কৃষকদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ত মাটিতে উৎপাদন ধরে রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সীমিত জায়গা ও সম্পদ ব্যবহার করে বিকল্প জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন কার্যকর ও আধুনিক চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন। লবণাক্ততা সহনশীল সবজির জাত নির্বাচন ও চারা উৎপাদনের কৌশল, জৈব সার এবং পরিবেশবান্ধব কীটনাশক ব্যবহারের নিয়ম এবং উৎপাদিত ফসলের যথাযথ বিপণন ও সংরক্ষণের পদ্ধতিও তারা প্রশিক্ষণে শিখেছেন। প্রশিক্ষণ শেষে কৃষকরা উল্লেখ করেছেন, বেড পদ্ধতি ও বস্তায় চাষাবাদ তাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এটি অল্প জায়গায়, কম খরচে এবং পরিবেশবান্ধব উপায়ে ফসল উৎপাদন সম্ভব করবে। ফলে শুধু পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হবে না, অতিরিক্ত

উৎপাদনের মাধ্যমে আয়ের নতুন সুযোগও সৃষ্টি হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় কৃষকরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন, এ ধরনের প্রশিক্ষণ তাদের আধুনিক, টেকসই ও জলবায়ু-সহনশীল কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করছে এবং সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাচ্ছে।

১০.৭ মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন কার্যক্রম

IDF–RHL প্রকল্পের আওতায় মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন কার্যক্রম প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য একটি টেকসই আয়ের সুযোগ হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে কম জায়গায় আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ছাগল পালন সম্ভব, যা উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগের ঝুঁকি হ্রাস ও পরিচর্যা সহজ করে। প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাচা নির্মাণ, ছাগল বাছাই, খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিকার, পরিচ্ছন্নতা, প্রজনন, বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে কার্যক্রমের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। রোগবালাই থেকে ছাগলকে সুরক্ষিত রাখতে নিয়মিত ও পরিকল্পিত টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ছাগলের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে এবং খামার ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের এই উদ্যোগ পরিবারের আয় ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করছে এবং নারী ও যুবকদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণে সহায়তা করছে যা স্থানীয় সম্প্রদায়ে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবার থেকে, যাদের ঘরের পাশে মাচা নির্মাণের জায়গা আছে, আগ্রহী ও দায়িত্বশীল এবং পূর্বে পশুপালনের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমে উপকারভোগীদের ৪টি ঢালাইয়ের পিলার (৮ ফিট উচ্চতা), ৫ ফিট উচ্চতার টিন ৫ পিস, ১০.৪৩ ঘনফুট কাঠ, অন্যান্য উপকরণ (পেরেক, বাঁশ, রাবার ইত্যাদি) ও পরিচর্যা বিষয়ক হ্যান্ডআউট বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে কার্যক্রমের লক্ষ্য ২০০ জন উপকারভোগী; এর মধ্যে এ পর্যন্ত ২০৯ জন অনুমোদিত এবং ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৫৩ জন উপকারভোগীর মাঝে উপকরণ বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

১১. সেমিনার

১১.১ খাগড়াছড়িতে গৃহায়ন তহবিলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম অঞ্চলে গৃহায়ন তহবিলের মাঠপর্যায়ের অগ্রগতি ও কার্যক্রমের কার্যকর বাস্তবায়ন পর্যালোচনার লক্ষ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ মাটিরাঙ্গার আইডিএফ ইনোভেশন হাবে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এনজিও প্রতিনিধি, উপকারভোগী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। গৃহায়ন তহবিলের মূল লক্ষ্য হলো সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করা। এ তহবিল মূলত এমন পরিবারদের জন্য, যাদের নিজস্ব জমি আছে কিন্তু অর্থের অভাবে গৃহ নির্মাণ করতে পারছে না। সরকার স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করছে, যা তালিকাভুক্ত এনজিও ও এমএফআই-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন তহবিল পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্য এবং ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। তিনি গৃহায়ন তহবিলের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং এনজিওসমূহের সহযোগিতায় স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য টেকসই গৃহনির্মাণ ও জীবনমান উন্নয়নে এ তহবিলের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন তহবিল পরিচালনা কমিটির সদস্য ও পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সালেহ বিন শামস এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির পরিচালক জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন। বক্তারা তাদের বক্তব্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহায়ন তহবিলের গুরুত্ব, এনজিওগুলোর অংশগ্রহণ এবং সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে সম্মিলিত উদ্যোগের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব কামরুজ্জামান, পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ফান্ড ম্যানেজার, গৃহায়ন তহবিল। তিনি বলেন, গৃহায়ন তহবিল শুধু একটি অর্থায়ন প্রকল্প নয়, এটি একটি সামাজিক দায়িত্ব, যার মাধ্যমে দেশের অসহায় ও নিম্নআয়ের জনগণের জন্য নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করা সম্ভব। গৃহায়ন তহবিলের অর্থ যেন শুধুমাত্র গৃহ নির্মাণে ব্যবহার হয় এবং প্রকৃত দরিদ্র উপকারভোগীরাই এ সুবিধা পান-তা নিশ্চিত করতে মাঠপর্যায়ে এনজিও ও এমএফআইদের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের "সবার জন্য নিরাপদ আবাসন" লক্ষ্য বাস্তবায়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন বক্তারা। আয়োজক হিসেবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে গৃহায়ন তহবিল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন এবং ভবিষ্যতের কার্যক্রমে তা কীভাবে প্রতিফলিত হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। গৃহায়ন ঋণের বিদ্যমান শর্তসমূহ গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী আরো সহজীকরণের ব্যাপারেও আলোচনায় উঠে আসে। এসময় সুবিধাভোগী ও এনজিও প্রতিনিধিগণ তাদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরেন।

১১.২ চট্টগ্রামে মাসিক এনজিও সমন্বয় সভা

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মাসিক এনজিও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ শরিফ উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (এনজিও সেল) জনাবা জাকিয়া মুমতাহিনা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং জেলায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধি। সভায় আইডিএফ-এর চলমান ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ে একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়, যেখানে সংস্থার উন্নয়নমূলক উদ্যোগ, অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। আইডিএফ-এর পক্ষ থেকে সভায় অংশগ্রহণ করেন সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর জনাবা রাহেনা বেগম এবং প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম ফাহাদ। তাঁরা আইডিএফ-এর বহুমুখী কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-দারিদ্র্য নিরসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সোলার কর্মসূচি, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, হালদা সংরক্ষণ কর্মসূচি এবং পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম। সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা আইডিএফ-এর উন্নয়নমূলক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) অর্জনের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন।

১২. পরিদর্শন

১২.১ আইডিএফ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট পরিদর্শন

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরিদর্শক জনাব মুহাম্মদ মামুনুল ইসলাম এবং বান্দরবান সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় জনাব হোসাইন উজ জামান কর্তৃক আইডিএফ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন-পরবর্তী পাঠদান অনুমতি সংক্রান্ত পরিদর্শন কার্যক্রম সফল ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। পরিদর্শনকালে সম্মানিত পরিদর্শকগণ ইনস্টিটিউটের আধুনিক ও পরিকল্পিত ভবন কাঠামো, সুসজ্জিত ব্যবহারিক ল্যাবরেটরি, মানসম্মত মডেল ক্লাসরুম এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। এসব অবকাঠামো ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ দেখে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ইনস্টিটিউটের সার্বিক প্রস্তুতিতে আনন্দিত ও অভিভূত হন। এ সময় পরিদর্শকগণ আইডিএফ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা জনাব জহিরুল আলমকে কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষা বিস্তারে এই মহৎ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান। আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ইনস্টিটিউটের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মদ শহীদুল আমিন চৌধুরী পরিদর্শক দলের সদস্যদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং সদ্য নির্মিত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম, সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো ঘুরে দেখান। পরিদর্শন কার্যক্রম চলাকালে সাংগঠনিক কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক মন্ডলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করেন।

১২.২ এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের আইডিএফ কার্যক্রম পরিদর্শন

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) বাংলাদেশের মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিও-মাইক্রোফাইন্যান্স সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে থাকে। গত ২৭-২৮ নভেম্বর ২০২৫ আইডিএফ-এর খাগড়াছড়ি জেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। সফরে তিনি আইডিএফ-এর জোনাল অফিস, নির্মাণাধীন ভবন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, উদ্যোক্তা কার্যক্রম, শিক্ষা বৃত্তি ও গৃহঋণ প্রকল্প সরেজমিনে মূল্যায়ন করেন। সফরে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক জহিরুল আলম, পরিচালক হোসনে আরা বেগম, জোনাল ম্যানেজার মোঃ মহসিন মাসুদ, শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচির সদস্য সচিব মোঃ শাহ আলম, উদ্যানতত্ত্ববিদ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয় প্রথমে খাগড়াছড়ি জোনাল অফিস পরিদর্শন করে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম, শাখা ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সূচকসমূহ পর্যালোচনা করেন। এরপর নির্মাণাধীন জোনাল অফিস ভবনের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। মাঠপর্যায়ে তিনি আইডিএফ মাটিরাঙ্গা শাখার আওতাধীন হাতিয়াপাড়া এলাকায় ১৭ জন নারী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, যারা ঋণ নিয়ে সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তিনি নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়ন, উৎপাদনমুখী উদ্যোগ সম্প্রসারণ এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য সঞ্চয় রাখার গুরুত্বও তুলে ধরেন। এরপর তিনি আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা রুমা আক্তারের রাম্বুটান ডেমো পরিদর্শন করেন। এছাড়াও উদ্যোক্তা সুমন ত্রিপুরা ও ললিত মোহন ত্রিপুরাকে সরিষা ভাঙ্গানো মেশিন ও কফি পাউডার প্যাকেজিং মেশিনের অনুদান চেক বিতরণ করেন। সফরের ২য় দিনে ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে আইডিএফ ইনোভেশন হাবে উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এরপর গৃহঋণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা জান্নাতুল মাওয়ার বাড়ি নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক সফরটিকে ফলপ্রসূ উল্লেখ করে বলেন, এমআরএ-এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের এই পরিদর্শন মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে গতিশীল, জবাবদিহিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইডিএফ ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে অবদান রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন এবং এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন মহোদয়কে তার এই পরিদর্শনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মাঠপর্যায়ের মতামত ও পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় মূল্যবান দিকনির্দেশনা দেবে। এমআরএ-এর পরিদর্শন আইডিএফ-এর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, জবাবদিহিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেবে এবং দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১২.৩ নেপালি টীমের আইডিএফ কার্যক্রম পরিদর্শন

নেপালের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীগণ বিগত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের কার্যক্রমের উপর অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এক্সপোজার ভিজিটে আসছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিগত জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে নেপালের মোট নয়টি ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে ৩টি ব্যাচে ৪৫ জন প্রতিনিধি বাংলাদেশে আসেন এবং আইডিএফসহ বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রত্যেকটি ব্যাচের প্রতিনিধিদের ঢাকাস্থ আইডিএফ অফিসে অভ্যর্থনা জানানো হয়। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উপর, বিশেষ করে আইডিএফ এর সকল কার্যক্রমের বিষয়ে তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রতিটি ব্যাচকে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে সরেজমিন ভিজিটের সুযোগ করে দেওয়া হয়। সেখানে তাঁরা আইডিএফ, গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণ ট্রাস্ট এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। মাঠপর্যায়ে গিয়ে সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন তাঁদের সফরকে আরও অর্থবহ করে তোলে। আইডিএফ পরিচালিত সমৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ কিভাবে নেওয়া যায়, সেটি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মাধ্যমে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি শুধু আর্থিক সেবা নয়, বরং সামগ্রিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের একটি কার্যকর মাধ্যম হতে পারে। এছাড়াও তারা আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীনে পরিচালিত হেলথ স্পট ও সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন বিভাগের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ ভিজিট কার্যক্রমের সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মো. শহীদুল ইসলাম এবং ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে ছিলেন জনাব মাকসুদুর রহমান ও জনাব মো: সাদমান ইসলাম।

১৩. প্রশিক্ষণ

১৩.১ পাহাড়তলী শাখায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আইডিএফ অগ্রসর বিভাগ কর্তৃক চট্টগ্রাম যোনের শহর-১ এরিয়ার আওতাধীন পাহাড়তলী শাখায় ১১ ও ১২ আগস্ট'২০২৫ তারিখ দুই দিনব্যাপী সম্ভাবনাময় অগ্রসর সদস্যদের নিয়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন, আইডিএফের উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, চট্টগ্রাম জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব মুহাম্মদ শাহজাহান, অগ্রসর বিভাগের ইউনিট প্রধান জনাব রাহেনা বেগম ও এরিয়া ম্যানেজার জনাব তসলিম রিজভী, কো-অর্ডিনেটর (স্বাস্থ্য) ডাঃ সাদিকুন নাহার ঝুমুর, শিশির ভট্টাচার্য, মিসাথুই মারমা এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক। প্রশিক্ষণে সদস্যা এবং তাঁদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন যাদের প্রায় প্রত্যেকে দীর্ঘদিন যাবৎ আইডিএফ এর সাথে জড়িত। উক্ত প্রশিক্ষণে সদস্যাদের উদ্যোগ, উদ্যোক্তা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন চক্র, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনা, হিসাব ব্যবস্থাপনা, কস্ট অ্যানালাইসিস, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সঞ্চয় জমা, এফডিএস জমা রাখা এবং রেইজ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ও এর সুযোগ সুবিধাসহ উদ্যোক্তা তৈরিতে রেইজ প্রকল্পের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা, গ্রুপ ওয়ার্ক ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সদস্যারা জানান, আইডিএফের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং তারা স্বাবলম্বী হওয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন। প্রশিক্ষণ শেষে তারা আইডিএফের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১৩.২ আইডিএফ প্রধান কার্যালয়ে WCAD রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর প্রধান কার্যালয়ে গত ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে Water.org এর আর্থিক সহযোগিতায় ও ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM) এর আয়োজনে আইডিএফসহ মোট ৭টি সহযোগী সংস্থার ৩৫ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণে 'WCAD Programme'-এর রিফ্রেশার ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিনব্যাপী আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, মাঠ পর্যায়ে চাহিদা সৃষ্টি, মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন InM-এর রিসার্চ ফেলো ড. ফারহানা নার্গিস এবং উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন Water.org এর পোর্টফোলিও ম্যানেজার শাজেদুল ইসলাম। প্রোগ্রাম

ওভারভিউ উপস্থাপন করেন সাজ্জাদ কবির, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, InM। প্রশিক্ষণ সেশনগুলো পরিচালনা করেন মো. আবু বকর, জয়েন্ট ডিরেক্টর (ট্রেনিং), ডিএসকে; সাজ্জাদ কবির, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, InM ও শাওলি হাসান, পার্টনারশিপ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েট (দক্ষিণ এশিয়া), Water.org। প্রশিক্ষণে যোগাযোগ দক্ষতা ও চাহিদা সৃষ্টি, ফিল্ড স্টাফ মোটিভেশন, নিরাপদ পানির ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা, পানি বাহিত রোগ প্রতিরোধ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার এবং জলোচ্ছ্বাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সময় নিরাপদ পানি ব্যবহারের কৌশল বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন বিষয়ক সেশনে ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, পণ্য স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ঋণের সঠিক ব্যবহার, মাঠ পরিদর্শন এবং রিপোর্টিং পদ্ধতি তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শেষ হয়। সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৪. সংবাদ

১৪.১ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

আইডিএফ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সদস্যদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের জীবিকায়নে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উপর গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। সংস্থার কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বসত বাড়ির আঙিনায় ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ, শাক সবজির বীজ বিতরণ, জৈব সার তৈরীকরণ, কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও আধুনিক চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ, মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মৎস্যজীবীদের প্রযুক্তিনির্ভর চাষ ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশুর কৃমি মুক্তকরণ, প্রাণিসম্পদ এর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গরু মোটাতাজাকরণ, গবাদিপশুর নিয়মিত টিকা প্রদান, আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সদস্যদের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, মাঠ দিবস পালন, কর্মশালা অনুষ্ঠান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। গত জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫ সময়ে এ ইউনিটের পরিচালিত কার্যক্রমের কিছু সংবাদ এখানে তুলে ধরা হল।

১৪.১.১ বসতবাড়ীতে শাক-সবজি চাষ (হোম গার্ডেন)

আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী জোনের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রসমূহে "বসতবাড়ীতে শাক-সবজি চাষ (হোম গার্ডেন)" তৈরীর উদ্দেশ্যে সদস্যদের মাঝে শাক-সবজির বীজ বিতরণ করা হয়। সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে শাক-সবজির বীজ যেমন- করলা, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, লাল-শাক, শীম, পালং-শাক, সবুজ শাক ও মূলার বীজ বিতরণ করা হয়। জুলাই-ডিসেম্বর' ২৫ সময়ে ৫টি শাখায় ৮টি হোম গার্ডেন তৈরী করা হয়। এসকল হোম গার্ডেন তৈরীতে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেন রাজশাহী জোনে কর্মরত কৃষি উন্নয়ন বিভাগের টিমের সদস্যগণ। সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন শাখার শাখাসমূহের শাখা ব্যবস্থাপক এবং সকল সহকর্মীবৃন্দ। দরিদ্র সদস্যদের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পুরণ এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

১৪.১.২ ট্রাইকো কম্পোস্ট সার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ে মাঠ দিবস ও প্রশিক্ষণ

আইডিএফ শহর-০১ এরিয়ার আওতাধীন সরকারহাট শাখার সন্দীপ পাড়ায়, আইডিএফ-এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে সদস্যদের জৈব সারের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে "ট্রাইকো কম্পোস্ট সার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ে মাঠ দিবস ও প্রশিক্ষণ" কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। গত ১৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে আইডিএফ-এর ৪০ জন ঋণী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এসময় ট্রাইকো কম্পোস্ট সারের উপকারিতা বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ে সম্পূর্ণ উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে সদস্যদেরকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে সদস্যদের উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ ও অতিথিদের আলোচনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষকরা রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পিকেএসএফ ও আইডিএফ-এর তত্ত্বাবধানে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন বাস্তবায়নকারী কৃষি উদ্যোক্তা এস. এম. ফরহাদ জানান, "ট্রাইকো কম্পোস্ট একটি কার্যকর মেগা জৈব সার। এর বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। আমি নিজেও আমার জমিতে এটি ব্যবহার করছি এবং অতিরিক্ত উৎপাদন বিক্রি করে লাভবান হচ্ছি। এ উদ্যোগের জন্য আইডিএফকে ধন্যবাদ।" প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন রনি, জনাব জামাল উদ্দিন আহমেদ, উপজেলা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ-এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব আজমারুল হক, আইডিএফ শহর-০১ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জনাব তসলিম রিজভী এবং সরকারহাট শাখার ম্যানেজার জনাব সুমন কান্তি দে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সরকারহাট শাখা, আইডিএফ।

১৪.১.৩ পুকুর পাড়ে শাক-সবজি চাষ

আইডিএফ রাজশাহী জোনের বিভিন্ন শাখায় সদস্যদের পুকুর পাড়ে শাক-সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, সদস্যদের মাঝে শাক-সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণ ও রোপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষি উন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে পুকুর পাড়ে শাক-সবজি উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পেঁপের চারা এবং লেবুর চারা পুকুর পাড়ে রোপণের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আইডিএফ রাজশাহী জোনের বিভিন্ন শাখায় জুলাই-ডিসেম্বর ২৫ সময়ে ৮জন সদস্যকে "পুকুরপাড়ে শাক-সবজি চাষ" কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভূক্ত করে বিভিন্ন শাক-সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণের মাধ্যমে সহযোগিতা করা হয়েছে। "পুকুরপাড়ে শাক-সবজি চাষ" তৈরীতে কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেন রাজশাহী জোনে কর্মরত কৃষি উন্নয়ন বিভাগের টিমের সদস্যগণ। সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন শাখাসমূহের শাখা ব্যবস্থাপক এবং সকল সহকর্মীবৃন্দ।

১৪.১.৪ উন্নত জাতের ঘাষ (নেপিয়ার) চাষ

প্রাণিসম্পদের সু-স্বাস্থ্য রক্ষায় ও গাভীর দুধ উৎপাদন সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে রাখতে ঘাসের কোন বিকল্প নেই। "গাভীর মুখে দিলে ঘাস দুধ পাবেন বারো মাস" এই স্লোগানকে সামনে রেখে আইডিএফ রাজশাহী যোনের কৃষি উন্নয়ন বিভাগ সদস্যদের মাঝে নিরলসভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী যোনের টিম সদস্যদের মাঝে উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং সরবরাহ করা, ঘাসের কাটিং রোপণ ও পরিচর্যা করা এবং বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। আইডিএফ রাজশাহী যোনের বিভিন্ন শাখায় জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে ৬জন সদস্যকে কৃষি উন্নয়ন বিভাগ (প্রাণিসম্পদ ইউনিট) এর পক্ষ থেকে উন্নত জাতের নেপিয়ার ঘাষ চাষ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে প্রত্যেক সদস্যকে বিনা মূল্যে নেপিয়ার ঘাষের কাটিং বিতরণ ও রোপণে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

১৪.১.৫ রবি মৌসুমে অনাবাদি জমি ব্যবহারে বীজ বিতরণ কার্যক্রম

আইডিএফ কৃষি ইউনিটের উদ্যোগে সরকারহাট শাখার বিভিন্ন উপশাখার কৃষকদের মাঝে রবি মৌসুমে অনাবাদি জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে সবজি চাষের বীজ বিতরণ করা হয়েছে। গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে আয়োজিত এ কর্মসূচি পরিচালনা করেন আইডিএফ সরকারহাট শাখার সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম। এ সময় তিনি কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, অনাবাদি জমি কাজে লাগিয়ে সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে একদিকে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা সম্ভব, অন্যদিকে অতিরিক্ত সবজি বিক্রি করে বাড়তি আয় অর্জন করা যাবে। কর্মসূচির আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন শীতকালীন সবজির বীজ বিতরণ করা হয়। তিনি আরও জানান, সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় কমছে এবং ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে রবি মৌসুমে আধুনিক প্রযুক্তি ও সঠিক পরিচর্যা অনুসরণ করে অধিক ফলন অর্জনের জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। কৃষক-কৃষাণীরা এ কর্মসূচির মাধ্যমে বীজ পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অনাবাদি জমিকে চাষাবাদের আওতায় এনে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

১৪.১.৬ এনসেকের চেয়ারপারসন এর কক্সবাজারে আইডিএফ ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন

বিগত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কক্সবাজারের কলাতলী এলাকায় অবস্থিত ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন করেন সংস্থার মাননীয় নির্বাহী পরিচালক (ইডি ম্যাডাম) এবং এনসেকের চেয়ারপারসন জনাব তাহসিন আমান। পরিদর্শনকালে জনাব তাহসিন আমান আইডিএফ ট্রেনিং সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং বিশেষভাবে ব্লু-ইকোনমি সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। এ সময় উপকূলীয় অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন, সামুদ্রিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জলবায়ু সহনশীল অর্থনৈতিক উদ্যোগে ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিনি ব্লু ইকোনমি কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে তরুণ ও নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ সেবার উদ্যোগের প্রশংসা

করেন। পাশাপাশি উপকূলীয় জীবিকাভিত্তিক কার্যক্রমকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই করার ক্ষেত্রে আইডিএফ-এর ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পরিদর্শন শেষে পরিবেশবান্ধব ইনসেক লিথিয়াম ব্যাটারি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে মাননীয় নির্বাহী পরিচালকের সঙ্গে মতবিনিময় করেন জনাব তাহসিন আমান। আলোচনায় পরিবেশ সুরক্ষা, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্লু ও গ্রিন ইকোনমির সমন্বিত উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

১৪.১.৭ প্রাণিসম্পদের টিকাদান কর্মসূচি

প্রাণিসম্পদ খাতে প্রতি বছর বিভিন্ন সংক্রামক রোগের কারণে ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। বিশেষ করে তড়কা, গলাফুলা, পিপিআর, ল্যাম্পি স্কিন এবং ক্ষুরারোগের আক্রমণে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়াসহ বিভিন্ন গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে। এতে ক্ষুদ্র খামারিরা যারা ২-৪টি গরু-ছাগল লালন-পালন করে তারা আর্থিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আইডিএফ এর কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, রাজশাহী জোনের আয়োজনে প্রতি মাসে বিভিন্ন কেন্দ্রে সদস্যদের প্রাণিসম্পদকে পিপিআর, গলাফুলা, গোটপক্স, তড়কা ও ক্ষুরা রোগ নামক মারাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য বিনামূল্যে নিয়মিত টিকাদান কর্মসুচি পালন করে যাচ্ছে। জুলাই-ডিসেম্বর' ২৫ সময়ে রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রসমুহে ১৭৯৫টি ছাগল/ভেড়াকে পিপিআর, ৪৩৭টি ছাগল/ভেড়াকে গলাফুলা, ও ২৯৪টি ছাগল/ভেড়াকে গোটপক্স রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয় এবং ২৬৯১টি গরু/মহিষকে তড়কা, ৫৩৫টি গরু/মহিষকে ক্ষুরারোগ ও ৮৭৯টি গরু/মহিষকে এলএসডি এর টিকা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৫৪৭টি হাঁসকে ডাকপ্লেগ এবং ১০০৫টি মুরগী ও মুরগীর বাচ্চাকে আরডিভি ও বিসিআরডিভি টিকা প্রদান করা হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহযোগিতায়, আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ উক্ত টিকাদান কর্মসূচি আয়োজন ও বাস্তবায়ন করছে। চলমান টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদকে মারাত্মক সংক্রামক রোগ থেকে প্রতিরোধ করাই কৃষি উন্নয়ন বিভাগের অঙ্গীকার।

১৪.১.৮ সমন্বিত কৃষি ইউনিট (প্রাণি খাত) আওতায় পাঁঠা মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী খামার

সমন্বিত কৃষি ইউনিট (প্রাণি খাত)-এর আওতায় সরকারহাট শাখার নাঙ্গল মোড়া কেন্দ্র (০৪৫) এর সদস্যা সাজুয়ারা একজন উদ্যোগী নারী হিসেবে পাঁঠা মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী খামার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সরকারহাট শাখা থেকে ৬০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ১৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রদর্শনীভিত্তিক খামার কার্যক্রম শুরু করেন। নির্ধারিত নির্দেশনা অনুযায়ী সাজুয়ারা মোটাতাজাকরণের উপযোগী পাঁঠা সংগ্রহ করেন এবং শুরু থেকেই যথাযথ পরিচর্যা, পুষ্টি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেন। তিনি নিয়মিতভাবে খামারের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, সময়মতো খাবার প্রদান, লবণ ও খনিজ মিশ্রণ সরবরাহ, কৃমিনাশক প্রয়োগ এবং টিকাদানসহ সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে অনুসরণ করেন। মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়ায় ভুষি, মাষকলাই, ছোলা ও খৈলসহ কনসেন্ট্রেট খাদ্য এবং সবুজ ঘাস নিয়মিত খাওয়ানোর ফলে পাঁঠাগুলো দ্রুত ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ওজন বৃদ্ধি করতে থাকে। খামার কার্যক্রম চলাকালে আইডিএফ-এর কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তারা নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ এবং সামগ্রিক খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এসব পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করে সাজুয়ারা তার খামারকে একটি সফল প্রদর্শনী খামারে রূপ দিতে সক্ষম হন। বর্তমানে পাঁঠাগুলোর ওজন বৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং বাজারমূল্যও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। স্বল্প সময় ও সীমিত পুঁজি বিনিয়োগে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীভাবে পাঁঠা মোটাতাজাকরণ করা যায়-সাজুয়ারার খামার তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই প্রদর্শনী খামার দেখে এলাকায় অন্যান্য সদস্যরাও এ কার্যক্রমে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সাজুয়ারার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবারে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি এলাকায় একটি আদর্শ রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। একই সঙ্গে স্থানীয় নারী সদস্যাদের মধ্যে পশুপালন ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

১৪.১.৯ সাতকানিয়া প্রাণিসম্পদ মেলায় আইডিএফ-এর গৌরবময় অর্জন

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২৫ উপলক্ষ্যে গত ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় প্রাণিসম্পদ মেলার উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোন্দকার মাহমুদুল হাসান, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ সামছুজ্জামান এবং সভাপতিত্ব করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ মিজানুর রহমান। এবারের প্রদর্শনীতে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। আইডিএফ-এর প্রাণিসম্পদ খাত এবং আইডিএফ আরসিসি খামারের গবাদিপশু ও

সদস্যদের উৎপাদিত মানসম্মত কৃষিপণ্য নিয়ে একটি আকর্ষণীয় ও সুসজ্জিত স্টল প্রদর্শন করা হয়। সুষ্ঠু উপস্থাপনা, উৎকৃষ্ট মানের গবাদিপশু এবং মানসম্মত কৃষিপণ্যের মাধ্যমে আইডিএফ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে গৌরবের সঙ্গে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোন্দকার মাহমুদুল হাসান আইডিএফ স্টল পরিদর্শন করেন এবং আইডিএফ-এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও উপস্থাপনার প্রশংসা করেন। এছাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ সামছুজ্জামান এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ মিজানুর রহমান আইডিএফ আরসিসি খামারের রেড চিটাগাং ক্যাটেল (চট্টগ্রামের লাল গরু) পরিদর্শন করে খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, উন্নত জাত সংরক্ষণ ও আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আইডিএফ স্টলের সার্বিক পরিবেশ, আকর্ষণীয় উপস্থাপনা ও মানসম্পন্ন পণ্য দেখে স্কুলমাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার দর্শনার্থীরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তাঁরা আইডিএফ-এর এই অর্জনকে এলাকার কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনার একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য ও সফল অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ আইডিএফ 'সেরা প্রদর্শনী' পুরস্কার অর্জন করে। এই গৌরবময় অর্জন ভবিষ্যতে আইডিএফ-এর আরও উন্নয়নমূলক ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনুপ্রেরণা জোগাবে-এমন প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সকলের।

১৪.১.১০ সমন্বিত কৃষি ইউনিট (প্রাণি খাত) আওতায় নিরাপদ বহুমাত্রিক বেকারি পণ্য উৎপাদন

সমন্বিত কৃষি ইউনিট (প্রাণি খাত) এর আওতায় বাস্তবায়িত নিরাপদ বহুমাত্রিক বেকারি পণ্য উৎপাদন কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আয় উন্নয়ন এবং পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং টেকসই উদ্যোক্তা গড়ে উঠছে। সরকারহাট শাখার সন্দীপ পাড়া কেন্দ্রের (কেন্দ্র নং-৯৫) উদ্যোক্তা মোহাম্মদ রুবেল হাসান দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় পর্যায়ে বেকারি পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী ছিলেন। তবে পর্যাপ্ত মূলধন, আধুনিক সরঞ্জাম ও নিরাপদ উৎপাদন ব্যবস্থার অভাবে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে উদ্যোগটি শুরু করতে পারছিলেন না। আইডিএফ সরকারহাট শাখা থেকে ৭০,০০০ টাকা ঋণ সহায়তা পাওয়ার মাধ্যমে তিনি প্রয়োজনীয় উন্নতমানের বেকারি সরঞ্জাম, কাঁচামাল এবং নিরাপদ খাদ্যমান নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। এর ফলে ২৩ মার্চ ২০২৫ থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বেকারি পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেন। ঋণের সহায়তায় রুবেল হাসান স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত বেকারি পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু করেন। বর্তমানে তিনি কেক, বিস্কুট, পাউরুটি প্রভৃতি বহুমাত্রিক বেকারি পণ্য উৎপাদন করছেন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও হাইজিন স্ট্যান্ডার্ড যথাযথভাবে অনুসরণ করছেন। এর ফলশ্রুতিতে স্থানীয় বাজারে তার পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তিনি নিয়মিত অর্ডার পাচ্ছেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্যোক্তার মাসিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, স্থানীয় জনগণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত বেকারি পণ্য সহজলভ্য হয়েছে এবং তার পরিবারিক ও সামাজিক অবস্থারও উন্নয়ন ঘটছে। একই সঙ্গে বেকারি উৎপাদন খাতে একজন সফল স্থানীয় উদ্যোক্তা হিসেবে মোহাম্মদ রুবেল হাসান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। সমন্বিত কৃষি ইউনিট (প্রাণি খাত)-এর আওতায় আইডিএফ-এর সহায়তায় মোহাম্মদ রুবেল হাসান নিরাপদ বেকারি পণ্য উৎপাদনে একটি সফল ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠছেন। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১৪.১.১১ দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ

আইডিএফ এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী যোনে "সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ" কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জুলাই-ডিসেম্বর' ২৫ সময়ে কেন্দ্রসমুহে আইজিএ ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সময়ে ২৭টি ব্যাচে ৮০৫ জন সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন-বসতবাড়ীতে বছরব্যাপী শাক-সবজি চাষ, উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন, আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগলের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি পরিচিতি এবং প্রাণি সম্পদের কৃমির ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে সদস্যদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উত্তর প্রদান করা হয়। ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ), কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী জোনের অন্তর্গত কাফুরিয়ায় অবস্থিত কৃষি ফার্ম এর সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ খালেদ হোসেন এর পরিচালনায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব বিজন কুমার সরকার এবং সংশ্লিষ্ট শাখার শাখা ব্যবস্থাপকগণ।

১৪.২ রাজশাহীতে "সোশ্যাল বিজনেস রিজিওনাল ফোরাম" অনুষ্ঠিত

রাজশাহীর আশ্রয় রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে ১০ ও ১১ অক্টোবর দুই দিনব্যাপী "সোশ্যাল বিজনেস কান্ট্রি ফোরাম-রাজশাহী চ্যাপ্টার" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে আশ্রয় সংস্থা, সহযোগিতায় ছিল ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) ও গ্রামীণ সুখী। ফোরামে গ্রামীণ ট্রাস্ট ও গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের নির্বাহী সহ-সভাপতিগণ, গ্রামীণ হেলথটেক লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ রাজশাহী অঞ্চলের ১৫টিরও বেশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক ও কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস এর সামাজিক

ব্যবসার ধারণা, উদ্দেশ্য ও এর সামাজিক-অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে গভীর বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্য অংশগ্রহণকারীদের মাঝে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দীপনা ও ইতিবাচক পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা জাগায়।

ফোরামের প্রথম দিনে, তিনি "Social Business and Solving Economic and Social Problems through Social Business" সেশনে বক্তা হিসেবে অংশ নেন। তিনি সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বেকারত্ব নিরসনের কার্যকর উপায় ব্যাখ্যা করে বলেন, "পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ মাত্র ১% মানুষের হাতে, বাকি এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ ৯৯% মানুষের। এই বৈষম্য দূর করার অন্যতম কার্যকর মাধ্যম হতে পারে সামাজিক ব্যবসা।" তিনি সামাজিক ব্যবসাকে একটি মানবিক বিনিয়োগ হিসেবে অভিহিত করেন, যা মুনাফার জন্য নয়, বরং সমাজে টেকসই পরিবর্তনের জন্য পরিচালিত হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সামাজিক ব্যবসা ব্যক্তিগত মুনাফাহীন হলেও তার প্রভাব ব্যাপক; এখানে বিনিয়োগকারীরা মূলধন ফেরত পান, তবে কোনো লভ্যাংশ নেন না। মুনাফা পুরোপুরি ব্যবহৃত হয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে। পরিবেশবান্ধবতা, ন্যায্য বেতন-ভাতা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং আনন্দ ও দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করা-এসবই সামাজিক ব্যবসার অপরিহার্য নীতি। দ্বিতীয় দিনে, তিনি "Integration Between Social Business & Microfinance" সেশনে মডারেটর হিসেবে নেতৃত্ব দেন। সেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেন কীভাবে মাইক্রোফাইন্যান্স ও সামাজিক ব্যবসা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সময় তিনি "সামাজিক ব্যবসা তহবিল (Social Business Fund)" গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন, যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ পেয়ে নিজেদের উদ্যোগকে টেকসই করতে পারবেন। তিনি উল্লেখ করেন, এই তহবিল হবে সামাজিক উদ্ভাবন ও দায়িত্বশীল ব্যবসা সম্প্রসারণের নতুন দিগন্ত।

রাজশাহীর এই ফোরাম শুধু সামাজিক ব্যবসার তাত্ত্বিক আলোচনা নয়-বরং বাস্তবে কিভাবে সামাজিক উদ্ভাবন, মাইক্রোফাইন্যান্স ও যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে দরিদ্রের ক্ষমতায়ন সম্ভব, তার একটি উন্নয়ন নকশা উপস্থাপন করেছে। জনাব জহিরুল আলমের অংশগ্রহণ ফোরামটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং সামাজিক ব্যবসায় নতুন দিশা খুঁজে পেতে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেছে। এটি নিঃসন্দেহে দেশের টেকসই উন্নয়ন যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

১৪.৩ চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ-২০২৫" উদযাপন

চট্টগ্রামে ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে "আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ-২০২৫" উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালি ও আলোচনা সভা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল-'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করি।' বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি সহিংসতার উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান তুলে ধরে বক্তারা সচেতনতা, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞাসহ বিভিন্ন সরকারি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। আইডিএফ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে সমাজজুড়ে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

১৪.৪ জুলাই শহীদ স্মরণে চট্টগ্রামে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

"জুলাইয়ের আত্মত্যাগ আমাদের মুক্তির প্রেরণা"-এই স্লোগানকে ধারণ করে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম কলেজে জুলাই শহীদদের স্মরণে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানবতার সেবা ও শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে স্থানীয় জনগণ, ছাত্র-ছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবক এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এই রক্তদান কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল জুলাই মাসের শহীদদের মহান আত্মত্যাগকে স্মরণ করা এবং সমাজে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা। রক্তদান কার্যক্রমের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা শুধু মানবতার সেবায় এগিয়ে আসেননি, বরং শহীদদের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে সমাজে সহমর্মিতা ও ঐক্যের বার্তা

পৌঁছে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোঃ কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক; জাকিয়া সুলতানা, সহকারী কমিশনার (এনজিও সেল); কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মকর্তা; এবং এনজিও সংস্থার প্রতিনিধি দল। আইডিএফ-এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন রাহেনা বেগম, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর; মোঃ বদিউর রহমান, অধ্যক্ষ, আইডিএফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ; মোঃ আতিকুর রহমান ও জুয়েল রানা দাস, মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট; মোঃ লোকমান, সিনিয়র ফিল্ড অর্গানাইজার; এবং খোকন রুদ্র, ফিল্ড অর্গানাইজার। কর্মসূচির আয়োজকরা জানান, জুলাই শহীদদের আত্মত্যাগকে নতুন প্রজন্মের কাছে স্মরণীয় করে রাখা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এই রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ সমাজে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং মানুষকে সেবামুখী কর্মকান্ডে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

১৫. কেস স্টাডি

১৫.১ রাম্বুটান ফল চাষে মোঃ রফিকের সাফল্য

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার হাতিয়াপাড়া এলাকার কৃষক মোঃ রফিক (স্ত্রী- রুমা আক্তার) দীর্ঘদিন ধরে ফল ও ফসল উৎপাদনে জড়িত একজন অভিজ্ঞ ও উদ্ভাবনী কৃষি উদ্যোক্তা। ধান, আম, পেয়ারা, বরই, জামরুলসহ নানা ধরনের ফল তিনি নিয়মিত উৎপাদন করেন। কিন্তু তাঁর মূল আগ্রহ নতুন জাতের ফল উৎপাদন ও আধুনিক কৃষি কৌশল আয়ত্ত করায়। এ আগ্রহের কারণেই স্থানীয়ভাবে তিনি একজন সৌখিন ও অগ্রগামী কৃষক চাষী হিসেবে পরিচিত।

নতুন জাতের ফল চাষের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণের ধারাবাহিকতায় তিনি পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি কর্মসূচির আওতায় আইডিএফ বাস্তবায়িত "উচ্চমূল্যের ফল ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্পের মাধ্যমে রাম্বুটান চাষের ডেমো সম্পর্কে জানতে পারেন। রাম্বুটান ফলের বৈশিষ্ট্য, বাজার সম্ভাবনা ও চাষাবাদের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর তিনি ডেমোর আওতায় রাম্বুটান চাষের জন্য আবেদন করেন। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তাঁর আগ্রহ, জমির উপযোগিতা ও প্রস্তুতি যাচাই-বাছাই করে তাঁর আবেদন অনুমোদন করে। পরবর্তীতে তিনি আইডিএফ থেকে ৩০টি রাম্বুটান চারা সংগ্রহ করে বাড়ির পাশের জমিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে রোপণ করেন। প্রকল্প কর্মকর্তারা নিয়মিত তাঁর বাগান পরিদর্শন করেন এবং সার, সেচ, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যার পরামর্শ দেন। তিনি সব নির্দেশনা যথাযথভাবে মেনে পরিচর্যায় কোনো ধরনের ঘাটতি রাখেননি।

প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় অনেক কৃষক তাঁর পরিচর্যা দেখে বিদ্রুপ করতেন। তারা মন্তব্য করতেন- চেনা ফলের গাছ না লাগিয়ে অজানা একটি ফলের গাছ লাগিয়ে এত পরিচর্যা করার কী প্রয়োজন? ফল কেমন হবে, আদৌ ফলন হবে কি না!

তবে এসব সমালোচনা তাকে নিরুৎসাহিত করতে পারে নি; বরং ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গেই তিনি পরিচর্যা অব্যাহত রেখেছেন। চারা রোপণের মাত্র দেড় বছরের মাথায় তাঁর রাম্বুটান গাছে হঠাৎ ফুল আসে-যা অত্যন্ত ব্যতিক্রমী। সাধারণত রাম্বুটান গাছে ফল ধরতে ৩-৪ বছর সময় লাগে। আনন্দে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। প্রকল্প কর্মকর্তারা পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন-৩০টি গাছের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ গাছে ফুল এসেছে। পরবর্তীতে ২৫ শতাংশ গাছে পরিপূর্ণ ফল ধরে। তিনি মোট ৫-৭ কেজি রাম্বুটান সংগ্রহ করেন এবং প্রতি কেজি ১,৫০০ টাকায় বিক্রি করে অল্প সময়েই প্রায় ৭,৫০০ টাকা আয় করতে সক্ষম হন। স্থানীয় বাজারে রাম্বুটানের আকর্ষণ ও চাহিদা দেখে তিনি আরও উৎসাহিত হন।

মোঃ রফিকের এই সফলতা আশপাশের কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়। যারা আগে তাঁর উদ্যোগকে উপহাস করতেন, তারাই এখন রাম্বুটান চারা সংগ্রহের জন্য নার্সারির ঠিকানা জানতে চাইছেন। তাঁর বাগান এখন এলাকার অন্য চাষিদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। মোঃ রফিক নিজের এ সাফল্যের জন্য পিকেএসএফ ও আইডিএফকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে রাম্বুটান বাগান সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন।

১৫.২ গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে সফল কৃষি উদ্যোক্তা: আবু বক্কর ছিদ্দিক

মাটিরাঙ্গা উপজেলার চরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আবু বক্কর ছিদ্দিক একজন কৃষক ও আইডিএফ-এর নিয়মিত সদস্য। তার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ছয়। সম্প্রতি গ্রীষ্মকালীন কৃষক আবু বক্কর ছিদ্দিক টমেটো চাষে সফলতার নজির স্থাপন করেছেন। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অর্থায়নে এবং ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)-এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতায় মাটিরাঙ্গা

উপজেলার চরপাড়া গ্রামে আবু বক্কর ছিদ্দিককে গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন বিষয়ক প্রদর্শনী দেওয়া হয়। প্রদর্শনীর জন্য তাকে টমেটো চারা, সার, ঔষধ, মালচিং পেপার, শ্রমিক খরচ, হলুদ ফাঁদ ও ফেরোমনসহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা হয়। কৃষকের ১০ শতক জমিতে গ্রীষ্মকালীন বারি-৮ জাতের টমেটো চাষ করা হয়েছে, ইতিমধ্যে গাছে ভালো ফলন এসেছে এবং সঠিকভাবে বাজারজাত করতে পারলে উল্লেখযোগ্য লাভের আশা করছেন কৃষক।

এই বিষয়ে আবু বক্কর ছিদ্দিক জানান, "আইডিএফ-এর সহযোগিতায় প্রথমবারের মতো ১০ শতক জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করেছি। সঠিকভাবে বাজারজাত করতে পারলে এক লাখ টাকার টমেটো বিক্রির আশা করছি। আমার এই সফলতার দেখাদেখি আরও অনেকেই গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে আগ্রহী হচ্ছেন।" তিনি আইডিএফকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান তাকে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য।

১৫.৩ সুস্বাদু ও অধিক মাংস উৎপাদনশীল জাতের মাসকোভি হাঁস পালনে সফল মো: জাকির হোসেন।

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার জিয়ানগর গ্রামে বসবাস করেন মোঃ জাকির হোসেন। পাঁচ সদস্যের এই পরিবারে তিনি ছিলেন মূল উপার্জনকারী। কৃষিকাজের পাশাপাশি দেশি মুরগি পালন করেই চলছিল তাদের সংসার। তবে আয় ছিল সীমিত, যা দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মেটানো দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছিল।

এমতাবস্থায়, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে এবং ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগের সহায়তায় জাকির হোসেন পেয়ে যান এক নতুন সম্ভাবনার সুযোগ। তাঁকে একটি মাসকোভি হাঁস পালনের প্রদর্শনী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রদর্শনীর আওতায় তিনি পেয়েছেন ৪০টি মাসকোভি হাঁসের বাচ্চা, প্রয়োজনীয় খাদ্য, ঔষধ, ঘর নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ। এছাড়া, তিনি আইডিএফ থেকে ৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, যা হাঁস পালনের পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করেন।

তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে হাঁসগুলো লালন-পালন করতে থাকেন। জাকির হোসেন প্রাপ্ত ৪০টি হাঁসের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৩০টি হাঁস বিক্রি করে উল্লেখযোগ্য আয় করেন। প্রতিটি হাঁসের গড় ওজন ছিল ৩ কেজি এবং বাজারদর অনুযায়ী প্রতি পিস ১,২০০ টাকা দরে বিক্রি হয়। তিনি অবশিষ্ট ১০টি হাঁস (৮টি মেয়ে ও ২টি পুরুষ) ডিম উৎপাদনের জন্য রেখে দেন। হাঁসগুলো থেকে প্রতিদিন গড়ে ৫-৭টি ডিম পাওয়া যাচ্ছে, এই ডিমগুলো থেকে তিনি নিজ উদ্যোগে বাচ্চা উৎপাদন শুরু করেছেন। ধীরে ধীরে তাঁর খামার বড় হতে থাকে এবং বর্তমানে তাঁর খামারে ছোট-বড় মিলে প্রায় ৭৫টি মাসকোভি হাঁস রয়েছে। এই সাফল্যের ফলে এলাকার আরও অনেকে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন হাঁস পালনে। তাঁরা জাকির হোসেনের খামারে এসে পরামর্শ নিচ্ছেন, দেখে শিখছেন। একসময়ের সীমিত আয়ের কৃষক আজ এলাকায় একজন সফল খামারি ও উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত।

জাকির হোসেন বলেন, "মাসকোভি হাঁস পালনের মাধ্যমে আমি আমার পরিবারের সব চাহিদা পূরণ করতে পারছি। সন্তানদের লেখাপড়ার খরচও চালাতে পারছি, আর আইডিএফ থেকে নেওয়া ঋণ নিয়মিত পরিশোধ করছি। আইডিএফ শুধু ঋণ দেয়নি, প্রয়োজনীয় সব সেবা ও পরামর্শ দিয়ে আমার পাশে থেকেছে-আমি তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।"

জাকির হোসেনের এই উদ্যোগ ও পরিশ্রম তাঁর পরিবারে এনেছে আর্থিক স্বচ্ছলতা, জীবনে এসেছে স্থিতিশীলতা এবং তাঁর গল্প অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে আরও অনেক প্রান্তিক মানুষের জন্য। মোঃ জাকির হোসেনের এই সাফল্য প্রমাণ করে যে, সঠিক প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা ও সহায়তা পেলে প্রান্তিক কৃষকরাও আত্মনির্ভরশীল উদ্যোক্তায় পরিণত হতে পারেন।

১৬. এক নজরে আইডিএফ এর কতিপয় কর্মসূচির অগ্রগতি জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫

১.ঋণ কর্মসূচি

ক. ঋণ বিতরণ

ঋণের ধরণ	জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫	
	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	৩.৮৩	০.৮৭
জাগরণ/RMC/UMC	১২৮.৭৩	২৮.৮৩
অগ্রসর/মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	২৪২.১৭	৫৪.২৪
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	৬০.১৫	১৩.৪৭
অন্যান্য	১১.৫৮	২.৫৯
মোট	৪৪৬.৪৬	১০০

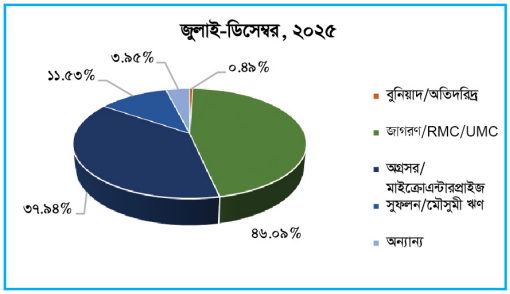

ঋণের ধরণ	ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত	
	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	৩০.৭	০.৪৯
জাগরণ/RMC/UMC	২৮৭৮.২৭	৪৬.০৯
অগ্রসর/মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	২৩৬৯.৬৬	৩৭.৯৪
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	৭১৯.৯৫	১১.৫৩
অন্যান্য	২৪৬.৮৮	৩.৯৫
মোট	৬২৪৫.৪৬	১০০

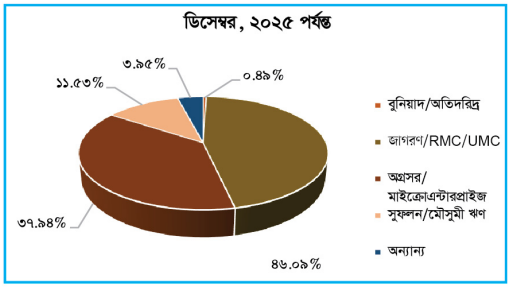

খ. সদস্য সংখ্যা

বিবরণ	সংখ্যা (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫)	সংখ্যা (ডিসেম্বর, ২০২৫)
ভর্তি	২৬৫৯৯	৭৭৮৩৮১
গ্রুপত্যাগ	১৮৪২৫	৬২৫৯৯৪

বিবরণ	সংখ্যা
সদস্য সংখ্যা জুন, ২০২৫ পর্যন্ত	১৪৪২১৩
ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত	১৫২৩৮৭

২. সদস্য সুরক্ষা কর্মসূচি

সুরক্ষাসমূহ	জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫			ডিসেম্বর, ২০২৫		
	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%
মৃত্যুজনিত (সদস্য/অভিভাবক)	৩৪১	১৩,৫০৮,৪৫৩	৮৮.৬৬	১৩২৯৫	১৮০,২৬৬,৩৯৫	৬১.৭৭
চিকিৎসাসেবা	২০২১	১,১২৬,০৬৯	৭.৩৯	১৪৩৬৭০	৮৮,৬১৭,৯৩৮	৩০৩৭
প্রকল্পঝুঁকি	২৭	৬০১,১৬৬	৩.৯৫	১২৯৭	২২,৯২৬,৮৪২	৭.৮৬
মোট	২৩৮৯	১৫,২৩৫,৬৮৮	১০০	১৫৮২৬৩	২৯১,৮১১,১৭৫	১০০

৩. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বিবরণ	জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫		জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫	
	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
স্ট্যাটিক ক্লিনিক	১২০ টি	১৬,৮৭৩ জন	৬,৭১৮ টি	১,২৮,৩৮০ জন
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	১০,৫৭১ টি	৩৩,৩১৮ জন	১,৫৩,৩১৯ টি	১০,৮৮,৩৬৮ জন
স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০৪ টি	২,৬৬৭ জন	০৪ টি	৭২,২৪৪ জন
কাউন্সেলিং সেশন	৪,২৬২ টি	৫৪,৭৭৩ জন	৯২৮১৮ টি	১০,৬৭,৬৭৭ জন
বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ	১১,৫০১ জন	৬,২৪,২২৭ টাকা	৮৯০৩৮ জন	১,৫৬,২০,৯৮১ টাকা
টেলিমেডিসিন	১১৭ দিন	৪,২৩৪ জন	৩৮৮৫ দিন	৬৮,৭৯৯ জন
ব্লাডগ্রুপিং ক্যাম্প	১২৫ টি	৩৫৫০ জন	৬৯৮ টি	২৮, ৯৮৫ জন
গাইনী + মেডিসিন ক্যাম্প	৮৫ টি	১৭৮৭ জন	২৯৬ টি	৪২,৪৮৬ জন
চক্ষুক্যাম্প	০১ টি	১৫৫ জন	৪৫ টি	১৫,১১১ জন
মিনি স্বাস্থ্য ক্যাম্প	৪১৯ টি	১০,২৭৪ জন	১,০৭২ টি	৩৪,৪২২ জন
ফিজিওথেরাপী সেবা (হিমোফিলিয়া)	৯৮৭ টি সেশন	৩০ জন	৪,৯০৬ টি সেশন	৩৭৮ জন